দেশের ভিতর বিদেশ!

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন SEZ Act 2005

প্রথমে এই আইনের কয়েকটি ধারা নিয়ে বলা দরকার, কী আছে তাতে। যেমন : ৩(১) ধারা অনুসারে যে কোন ব্যক্তি কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে বা পৃথকভাবে পণ্য উৎপাদন বা পরিষেবা প্রদানের সংস্থা, অথবা মুক্ত বাণিজ্য ও পণ্যাগার প্রতিষ্ঠার জন্য এক বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলতে পারে। ৩(২) ধারা অনুসারে যে কোন ব্যক্তি SEZ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কোন একটা অঞ্চলকে চিহ্নিত করে তার জন্য রাজ্য সরকারকে প্রস্তাব পাঠাতে পারবে। ১৭(১) ধারা বলে SEZ এলাকায় ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে আবেদন জানাতে পারবে। ১৭(৩) ধারা বলে SEZ এলাকায় একটি করে আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিষেবা কেন্দ্রকে কাজ চালানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি দিতে পারে। ২৩(১) ধারা অনুসারে যেখানে SEZ হবে, সেখানকার রাজ্য সরকার হাইকোর্টের অনুমতি সাপেক্ষে এক বা একাধিক আদালত গড়ে তুলতে পারবে, যেখানে ওই SEZ অঞ্চলের সমস্ত ফৌজদারী ও দেওয়ানি মামলার বিচার চলবে। ২৩(২) ধারা অনুসারে, SEZ আইন চালু হয়ে যাওয়ার পরে, SEZ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত আদালতে যে সব মামলা উঠবে, সেগুলি নিয়ে অন্য আদালতে মামলা দায়ের করা যাবে না। ২৪ ধারা বলে, SEZ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ৬০ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে আপিল করা যাবে, যদি হাইকোর্ট মনে করে ওই রায়ের বি... আপিল করার মতো যথেষ্ট কারণ আছে। ২৬(১) ধারা অনুসারে SEZ... জন্য বিশেষ কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা দেওয়া আছে। যেমন, (ক) আমদানি... পণ্য বা পরিষেবার জন্য কাস্টমস্ অ্যাক্ট ১৯৬২ ও কাস্টমস্ টারিফ অ্যাক্ট... মোতাবেক যে শুল্ক নির্ধারিত আছে, তা পুরোপুরি মকুব করা হবে। (খ)... আইন মোতাবেক রপ্তানি শুল্কও সম্পূর্ণ মকুব হবে। একই সঙ্গে আমদানি... রপ্তানির ক্ষেত্রে অন্যসব শুল্ক আইন থেকেও রেহাই দেওয়া হবে। (গ) দে... ও দেশের বাইরে থেকে পণ্য বা পরিষেবা আনার জন্য সেন্ট্রাল এক্সাইজ... ১৯৪৪ ও সেন্ট্রাল এক্সাইজ টারিফ অ্যাক্ট ১৯৮৫ মোতাবেক যে শুল্ক... চালু আছে, তা থেকেও SEZ-কে রেহাই দেওয়া হবে। (ঘ) ফিনান্স... ১৯৯৪ ও ফিনান্স অ্যাক্ট(২ নং) ২০০৪ অনুযায়ী যে সার্ভিস ট্যাক্স... আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি পরিষেবাগুলির ক্ষেত্রে যে সিকিউরিটি ট্রানজাকশন... চালু আছে সেগুলিরও সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হবে। (ঙ) সেন্ট্রাল সেলস... ১৯৫৬ অনুযায়ী কেনা-বেচার ওপর যে কর চাপানো আছে, সংবাদপত্র... অন্য সবকিছুর ওপর থেকে SEZ-এ সেই কর মকুব করা হবে। ২৬(২)...

... শেষাংশ ৬০ পৃ...

প্রতিবেদন

চম্পাকুইলার জনসংহার

বহুল প্রচারিত শিল্পোন্নয়নের জন্য কলিঙ্গনগরে হত্যাকাণ্ড

কলিঙ্গনগর থেকে অরবিন্দ আঞ্জুম, অনন্তা এবং বিজয়ের এই প্রতিবেদনটি পাটনা থেকে হিন্দি 'জনমুক্তি' পত্রিকার জুলাই ২০০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এটি বাংলায় সামান্য সংক্ষেপ করে অনুবাদ করেছেন জিতেন নন্দী। প্রায় এক বছর আগে এই ঘটনা ঘটেছে। আমরা এখনকার অবস্থাও জানবার চেষ্টা করছি।

কী হয়েছিল ২ জানুয়ারি ২০০৬ কলিঙ্গনগরে? সেখানকার একটি গ্রাম চম্পাকুইলা। আশেপাশে আরও কয়েকটা গ্রাম রয়েছে। এইসব গ্রাম এখন 'কলিঙ্গনগর শিল্পাঞ্চল' নামক উড়িষ্যা সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাভুক্ত। পাশেই টাটা কোম্পানির একটি কারখানা গড়ার প্রস্তাব রয়েছে। এই কারখানা গড়ার জন্য যে জমি নেওয়া হয়েছে, তা এখনও পুরোপুরি ঘেরা হয়নি। স্থানীয় গ্রামবাসীদের বিরোধিতার কারণে চারপাশে এখনও দেওয়াল তোলা যায়নি। চম্পাকুইলা গ্রামের ওই প্রকল্পের এলাকাও ঘেরা হয়নি। আরও বেশ কিছু কাজ আটকে রয়েছে।

২ জানুয়ারি সকালবেলা গ্রামবাসীরা দেখতে পেল, দীঘির ধারে পুলিশের একটি দল জড়ো হয়েছে। এসেছে পাঁচটি বুলডোজার আর জমির মাটি ভেঙে সমতল করার কাজ শুরু হয়েছে। এসব দেখে আশপাশের গ্রামের লোকেরা জুটতে শুরু করল। এগারটা-সাড়ে এগারটা নাগাদ কিছু লোক সরকারি প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকে। তাদের জিজ্ঞাসা ছিল এটাই, কীভাবে কাজটা শুরু হয়ে গেল? যেখানে জমি সমতল করার কাজ চলছিল, তার ৩০০ মিটার দূরেই ওই দীঘিটা। চম্পাকুইলা গ্রামের সীমানা ওখান থেকে ৫০০ মিটার দূরে। গ্রামের লোক দীঘির পাড়ে জড়ো হচ্ছিল। হঠাৎ কোনরকম সতর্কীকরণ ছাড়াই পুলিশ ২০০ মিটার দূর থেকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল।

মুক্তা বাঁকিরা নামে এক মহিলা এবং লাড্ডু জারিকা, ভগবান সোয় ও সুদাম বার্লা নামে তিনজন পুরুষ আচমকা গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়। গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যাওয়া মানুষদের পুলিশ তৎক্ষণাৎ নিজেদের দ... টেনে নেয়। এদিকে পুলিশের এলোপাথাড়ি গুলিচালনা চলতেই থা... তিনদিক থেকে মানুষ তখন নির্মাণস্থলের দিকে এগিয়ে আসছিল।

পরে পুলিশি সূত্রে জানা যায়, ওখানে সেইদিন ৫৬ রাউন্ড গুলি চলেছি... গ্রামবাসীরা অবশ্য জানায়, তথ্যটি মিথ্যে। গুলি অনেক বেশিই চলেছি... এরকম এলোপাথাড়ি গুলিচালনায় চম্পাকুইলা গ্রামের ওই ঘটনাস্থলেই চা... মারা যায়। এদের মধ্যে ছিল সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্র। গ্রামবাসীরা জা... পুলিশ যাদের ধরে রেখেছিল, তাদের মধ্যে ছিল আহতেরা, সঙ্গে ... যারা মারা যায়নি। এক বর্বরতার বলি হয়ে ছটফট করতে করতে ... ছ'জন মারা গেল। পোস্টমর্টেমের সময় এই মর্মান্তিক তথ্যটি উদ্ঘা... হল।

চম্পাকুইলার জনসংহার আকস্মিক কিছু নয়। গ্রামের মানুষের প্রতি... আকস্মিক কিছু ছিল না। আকস্মিক নয় পুঁজিপতিদের মঙ্গলের জন্য পু... এই বর্বরতা। বেশ কিছুকাল যাবৎ এই দমনপীড়ন চলছিল। এই ... পিছনেও এক দীর্ঘ পটভূমি রয়েছে।

১৯২৮ সালের পর ১৯৮৯-৯০ সালে জমির জরিপ ও বন্দোব... কাজ শুরু হয়েছিল। স্থানীয় গ্রামবাসীর অনেকে সেসময় তাদের দখলে... জমির পাট্টা পায়। এই অঞ্চলের গ্রামগুলির প্রায় দশ হাজার একর ... ওপর গ্রামবাসীদের ভিটে ও খেত থাকা সত্ত্বেও তারা পাট্টা পায়নি। না-পাওয়া পাট্টার এলাকাতে প্রায় দশটি গ্রাম। ১৯৯০ সালে এই এ...

অধিগ্রহণের তোড়জোড় শুরু হয়। ক'দিন আগে বন্দোবস্ত হওয়া পাট্টা না-দেওয়া আর ক'দিন পরেই অধিগ্রহণ-কাণ্ড শুরু হয়ে যাওয়া, মধ্যে শাসন-প্রশাসনের কিছু চালাকির আভাস পাওয়া যায়। সরকার জমি কোনরকম ক্ষতিপূরণ ছাড়াই গ্রামবাসী-চাষীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার মতলব করেছে। অধিগ্রহণের সময় উড়িষ্যা সরকার প্রচার করেছিল, রাউরকেল্লার মতো বিশাল প্ল্যান্ট তৈরি হবে। তারা একর প্রতি আট হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ দর দিয়ে জমি অধিগ্রহণ করতে চেয়েছিল। গোড়াতে এই অধিগ্রহণের বিরোধিতা শুরু হয়। কিন্তু কতিপয় নেতাকে হাত করে নিয়ে কিছু লোককে ক্ষতিপূরণ মেনে নেওয়ার জন্য রাজি করানো হয়। ১৯৯২ সাল নাগাদ অধিগৃহীত অঞ্চলের লোকেরা ক্ষতিপূরণ নিয়ে নেয়। এর জন্য নানাভাবে মানুষকে ভয় দেখানো হয়, সরকারের শক্তিকে শক্তিমান এক তাকত হিসেবে সামনে খাড়া করা হয় — তুমি ক্ষতিপূরণ নাও বা না-নাও, মন থেকে নিজের জমি দাও বা না-দাও, সরকার জমি নেবেই, কারখানা এখানে হবেই। তা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ বিরোধিতার পথ ছাড়ল না। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত এই প্রতিরোধ চলল। এই অধিগৃহীত জমি 'উড়িষ্যা শিল্প নিগম'-এর নামে রাখা হল। এরপর কয়েক বছর চুপচাপই ছিল। সরকার জমির দখল নিতে এল না। লোকে এই জমিতে আবাদ করতে থাকল।

১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ভূষণ কোম্পানি রাতারাতি গাড়পুরে এসে হাজির হল। হয়ত তারা ভেবেছিল ভারি জমায়েত করলে গ্রামবাসীদের প্রতিরোধ চুপসে যাবে। সকালে উঠে গ্রামের লোকে দেখল, খেতে তাঁবু খাটানো হয়েছে, ৫০-৬০টা গাড়িও জমা হয়েছে। কানাকানিতেই পাঁচ-ছ' হাজার লোক জড়ো হয়ে গেল। শুরু হয়ে গেল প্রতিরোধ। ভূষণ কোম্পানি চলে গেল। আর সেই যে গেল, ফিরল না। ২০০২ পর্যন্ত শান্তিতেই কাটল।

২০০৩ সালের শেষে এল জিন্দাল কোম্পানি। কোম্পানিকে ৬০০ একর জমি দেওয়া হল। বংশীপুরে কারখানা তৈরি হল। বংশীপুর পুরোপুরি আদিবাসী গ্রাম। ৬৬টি পরিবারকে ৫২ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ এবং ১৭ হাজার টাকা করে অতিরিক্ত দেওয়া হল। ৩২টি পরিবার বহু বছর ধরে এখানে চাষ করে এসেছে। তারা সত্যিই ওই জমির মালিক, অথচ তারা এক পয়সাও ক্ষতিপূরণ পেল না। কারণ জমির নথিপত্রে তাদের নাম ছিল না, নিজেদের কাছে জমির কাগজপত্রও ছিল না। বংশীপুরের একজনও এই কারখানায় চাকরি পেল না। গ্রামবাসীরা নিজেদের গ্রাম ছেড়ে যেতে চাইছিল না। জিন্দাল কর্তৃপক্ষ গ্রামবাসীদের তাড়ানোর জন্য এক কুটিল পন্থা গ্রহণ করে। নির্মাণের সময় যে ব্লাস্টিং কার হয়, সেটা এমন ভাবে করা হয় যার টুকরো ছিটকে গিয়ে গ্রামের চারজন মানুষ, যথা, ... বোদরা, তাঁর মেয়ে মাতরী বোদরা, অন্য একটি বাচ্চা সুতরী সাই আর একজন মহিলা ঘায়েল হন। কয়েক মাস পরে এঁদের সকলের মৃত্যু হয়। এই জমির কেনাবেচায় সরকারও ব্যবসায়ী বনে যায়। যে জমির জন্য গ্রামবাসীদের একর প্রতি ৫২ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল, শিল্পপতিদের কাছে একর প্রতি ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকায় বেচা হল।

এই পুরো টাকাটা গ্রামবাসীদের সকলকেই তাদের প্রাপ্য দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এতে গ্রামবাসীদের আক্রোশ আরও তীব্র হল। উন্নয়ন নিয়ে তাদের আর কোন মোহ থাকল না। ফলত প্রতিরোধ দৃঢ় হয়ে উঠল।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই ২০০৪ সালে এলাকায় টাটা কোম্পানি আসার খবর পাওয়া গেল। তারাও এখানে কারখানা করবে। গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে 'বিস্থাপন বিরোধী জনমঞ্চ' তৈরি করল। ৯ মে ২০০৫, মহারাষ্ট্রের ... কোম্পানি গাড়পুর-কালামাটিয়া অঞ্চলে ভূমিপূজা করতে এল। এদেরকে গাড়পুর এবং কালামাটিয়া গ্রামের ৫০০ একর জমি দেওয়া হচ্ছিল। গ্রামবাসীরা সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভূমিপূজা করতে আসা লোকজনকে ঘিরে রাখল। তারা এদের ছাড়তে চাইছিল না। ইতিমধ্যে স্থানীয় বিধায়ক তথা উড়িষ্যা সরকারের অর্থমন্ত্রী প্রফুল্ল ধাড়াই স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাদের কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আদেশ দেন। এডিএম (স্টীল) নিজে লাঠি হাতে ঘেরাও ভাঙতে নেমে পড়েন। লাঠির ঘা খেয়ে গ্রামবাসীরা পাথর চালাতে শুরু করে। দু'পক্ষেরই কিছু লোক ঘায়েল হয়। ওইদিন রাতেই চাঁদিয়া গ্রামে পুলিশ হামলা চালায়। এক বৃদ্ধ, ১৪জন বাচ্চা এবং ২৫জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের মারধোর করে জেলে আটক করে রাখা হয়। ২১ দিন পরে তাঁরা জামিনে ছাড়া পান। এখনও মামলা চলছে। পুলিশের বর্বরতার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বহু লোক জঙ্গলে পালিয়ে যায়। দুই বাচ্চা রাহুল ও জিমি হারিয়ে গিয়ে তাপদাহে মারা যায়। সুরেন্দ্র দামসায় ও গার্দী নামে আরও দুজন এইসব দৌড়ঝাঁপে কয়েকদিন পর তাপদাহে মারা যান। পুলিশের মারে ঘায়েল হয়ে পাণ্ডু গাগরাই কিছুদিন পরেই মারা যান। এই ঘটনা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে জানানো হয়। তাদের প্রতিনিধিরা তদন্ত করতেও আসেন। তবে ফল কিছু মেলেনি।

১৭ জুলাই ২০০৫ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে ২৭ জুলাই জনশুনানি হবে। টাটার প্রস্তাবিত কারখানার জন্য জনসাধারণের কথা শোনা হবে। এর মাঝেই ২৩ জুলাই নুয়াঁগাঁও নামক স্থানে কারখানার পাঁচিল তোলা শুরু হয়ে যায়। লোকে অফিসারদের কাছে গিয়ে বলে, কাজ শুরু করার আগে তো জনশুনানি হওয়া দরকার। কিন্তু আপনারা যেভাবে কাজ শুরু করে দিলেন, আমরা তার বিরোধিতা করব। এসপি বিনয়তোষ মিশ্র এবং কালেক্টর শাশ্বত মিশ্র জানান, নতুন পুনর্বাসন প্যাকেজ আসছে। যদি সেটা তোমাদের পছন্দ না হয়, তখন বিরোধ করো। বাঘবাহড়ী এডিএম অফিসের সামনে জনশুনানিতে গ্রামবাসী নিজেদের আপত্তি প্রকাশ করে। এসপি এবং কালেক্টর নিজেদের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন। সেপ্টেম্বর মাসে পুনর্বাসনের নতুন প্যাকেজ এল। এতে নতুন কিছুই ছিল না। গ্রামবাসীদের অসন্তোষ এবং প্রতিরোধকে মন্থর করার মতো কিছুই এতে ছিল না। ১৯৯৭-এর প্যাকেজটারই পুনরাবৃত্তি। তখনই এর গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। কালেক্টর, মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপালের কাছে এর বিরোধিতা করে প্রতিবাদপত্র পাঠানো হল। এবার কোম্পানি দালাল তৈরি করে পিছনে লাগানোর রাস্তায় নামল। বিজেপি ও কংগ্রেসের ছোটখাট নেতারা দালালের ভূমিকায় নামলেন।

৭ অক্টোবর কলিঙ্গনগর থানার দক্ষিণে অবস্থিত জমিতে পাঁচিল তোলার কাজ শুরু হল। লোকে বিরোধিতায় নামল। মারপিট হল। সাধারণ গ্রামবাসী এবং পুলিশ উভয়পক্ষের লোক ঘায়েল হল। ১৭ অক্টোবর রাস্তা অবরোধ করা হল। অবরোধে এসে এসপি এবং কালেক্টর দরদ দেখিয়ে বললেন, তোমরা তোমাদের কাজ চালিয়ে যাও, আমরা আমাদের ডিউটি করছি।

এই আন্দোলনের নেতা রবীন্দ্র জারিকা রাজেন্দ্র কালুণ্ডিয়ার সঙ্গে অখিল ভারতীয় আদিবাসী কৃষক সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য ২৪-২৫ অক্টোবর ভুবনেশ্বরে যান। ২৫ অক্টোবর পুলিশ গুণ্ডা লাগিয়ে ওঁকে গ্রেপ্তার করে। গ্রামের লোকেরা এই ঘটনা জানতে পারেনি। ২৭ অক্টোবর থানা ঘেরাও করতে গিয়ে তারা ওই এসপি এবং কালেক্টরের কাছ থেকে রবীন্দ্র জারিকার গ্রেপ্তারির খবর জানতে পেল। পুরনো অন্য ঘটনা জুড়ে দিয়ে মামলা সাজিয়ে রবীন্দ্র জারিকাকে ৩০৭ ধারা সহ অন্য কিছু ধারা মোতাবেক জেলে আটকে দেওয়া হল। তিনি এখনও মুক্তি পাননি।

১৭ নভেম্বর ২০০৫ মহারাষ্ট্রের সিমলেস কোম্পানির ৫০০ একর জমির চারপাশে পাঁচিল তোলা শুরু হল। ২১ নভেম্বর টাটা কোম্পানির পাঁচিল তোলার চেষ্টা হয়। উভয়ক্ষেত্রেই বিরোধিতা করা হয়। উভয়ক্ষেত্রেই কাজ বন্ধ হয়ে যায় আর আজ পর্যন্ত তা বন্ধ আছে। দাঙ্গার সময় যেমন এলাকা শান্ত করার জন্য ফ্ল্যাগমার্চ করা হয়, ঠিক সেই কায়দায় জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে দু'দফায় এলাকার মানুষকে আতঙ্কিত করে তোলার জন্য ফ্ল্যাগমার্চ করা হল। ৩০ নভেম্বরের এক সম্মেলনের প্রচার করার সময় ৫ জন যুবককে ২৬ নভেম্বর গ্রেপ্তার করা হল। এই গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে সেইদিনই থানা ঘেরাও করা হয়।

এরপরই ঘটল ২ জানুয়ারির ঘটনা।

পোস্টমর্টেমের পর যখন মৃতদেহগুলি পাওয়া গেল, দেখা গেল তাদের হাতগুলি কাটা। শনাক্তকরণের জন্যই নাকি হাত কাটা হয়েছিল। মৃতদেহগুলি কোন অপরিচিত বা গুপ্ত কোন ব্যক্তিদের ছিল না। এর মধ্যে দিয়ে এক ধরনের বিকৃত ঘৃণা ও ক্রোধের প্রকাশ ঘটেছে। গ্রামবাসীরা পরে এটাও বলেছে যে, মৃতদের কারও কারও (পুরুষ এবং মহিলাদের) যৌনাঙ্গও ছিন্নভিন্ন করা হয়েছে। রাজ্য সরকার মৃতদের পরিবারবর্গকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। সোনিয়া গান্ধীও কংগ্রেস পার্টি থেকে আরও পাঁচ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। যদিও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই এলাকায় কেউ যাচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কও এখন পর্যন্ত যাননি। ক্ষতিপূরণ দিতেও ওখানে কেউ পৌঁছায়নি।

২ জানুয়ারির পর গ্রামবাসীদের আক্রোশে প্রশাসন নাস্তানাবুদ হয়েছে। তারা রায়পুর-চণ্ডীখোল মার্গ নামক জাতীয় সড়ককে অর্থনৈতিকভাবে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। সেখানে রাজপথের ওপর দু' ফুট উঁচু বাম্প তৈরি করা হয়েছে। পথের ওপর গাছ ফেলে রাখা হয়েছে। জায়গায় জায়গায় জনতার পিকেটিং চলছে। পিকেটিং-এর জায়গায় চব্বিশ ঘণ্টা লোক মোতায়েন থাকছে। সুকিন্দাতে টাটা-র লোহার খনিতে মালের যাতায়াত বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ১৬-১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ঘটনার এই প্রতিবেদন।

গ্রামবাসীরা মৃতদের একসাথে অম্বাগাড়িয়াতে সৎকার করেছে এবং জায়গাটার নাম দেওয়া হয়েছে 'বীরভূমি শহিদস্থল'।

দেশের ভিতর বিদেশ।

SEZ : দমন এবং প্রতিরোধ

❑ উত্তরপ্রদেশ সরকার গাজিয়াবাদ জেলার দাদরিতে রিলায়েন্স এনার্জি জেনারেশন লিমিটেডকে একটি ১০,০০০ কোটি টাকার গ্যাস-বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরির জন্য ২২০০ একর জমির অনুমোদন করেছে। গাজিয়াবাদ জেলার দাদরী গ্রামে কৃষিজমি বাজার দরের থেকে কম ক্ষতিপূরণ দিয়ে চাষীদের থেকে তাদের অসম্মতিতে অধিগ্রহণ করা হয়েছে ২০০৪ সালেই। তারপরই স্থানীয় চাষী, মজুর, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্যদের একটি প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে। এবছর জুলাই মাসে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং ও রাজ বব্বরের নেতৃত্বে স্থানীয় সংগঠন দেহাত মোর্চা, জন মোর্চা, রাণা সংগ্রাম সিং সঙ্ঘর্ষ সমিতি অধিগৃহীত জমিতে ধরনা শুরু করলে পুলিশ আন্দোলনকারীদের ওপর ব্যাপক দমনপীড়ন করে। ৮০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, যাদের মধ্যে ২১ জনের বয়স ৮ বছরের নীচে। ২১ জুলাই উত্তরপ্রদেশ হাইকোর্টের ডিভিসন বেঞ্চ রাজ্য সরকারকে অধিগৃহীত জমিতে ধরনা বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। পরদিন পুলিশ আদালতের নির্দেশ মতো ঘটনাস্থলে ধরনারত গ্রামবাসীদের ওপর বর্বর দমন-পীড়ন নামিয়ে আনে।

প্রসঙ্গত, সারা দেশে SEZ-এর জন্য অনুমোদিত মোট ১,৪০,০০০ একর জমির মধ্যে রিলায়েন্স একাই পেতে চলেছে ৬০,০০০ একর।

সূত্র : *The Movement of India, July-August 2006, NAPM.*

❑ উড়িষ্যা সরকার সেখানকার জগৎসিংহপুর জেলায় মহানদীর উর্বর বদ্বীপ অঞ্চলে ১১০০ একরের বেশি চাষের জমি দক্ষিণ কোরিয়ার পসকো স্টিল প্রজেক্টের জন্য অনুমোদন করেছে। এর ফলে উচ্ছেদ হতে চলেছে হাজার হাজার চাষী। রাষ্ট্রীয় যুব সংগঠন ও নিবনির্মাণ সমিতির নেতৃত্বে ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ভুবনেশ্বরে স্টেট সেক্রেটারিয়েটের সামনে ধরনা শুরু হয়। সরকারের কাছে খোলাখুলি আলোচনার দাবি করা হয় এবং ১৮ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর প্রতিবাদকারীরা মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করে। পুলিশ তাদের ওপর লাঠি চালায়। ৫১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সূত্র : *The Hindu, 30 September & 16 Ocyober 2006.*

[সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৬ সংখ্যায় 'কলতা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল : একটি সমীক্ষা'-তে লেখক নজরুল ইসলাম মল্লিক, আবদুল হালিম মণ্ডল, অলক হালদার, অভিজিত সরকার, সমর সেনাপতি এবং শুভেন্দু বক্সীর সাহায্য নিয়েছেন। গত সংখ্যায় এর উল্লেখ করা যায়নি বলে আমরা দুঃখিত।]